প্রকাশনায়:

তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ, ৪৩৫ বড় মগবাজার, ৪র্থ তলা, ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা- ১২১৭। ফোন: ৯৩৬০৭৭৪।

www.liberalbd.org

লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ

গঠণতন্ত্র -২০১০
ও
কার্যবিধি’-২০১০

শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ

লিবারেল পার্টি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা

লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ

ঘোষণাপত্র-২০০৬

লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ এর সকল স্তরের সদস্য নির্বিশেষে -

- যেহেতু আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করি ;
- যেহেতু আমরা একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাস করি ;
- যেহেতু আমরা উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থ্া ও রাজনীতিতে বিশ্বাস করি ;
- যেহেতু আমরা মানবাধিকারের সার্বজনীনতায় বিশ্বাস করি ;
- যেহেতু আমরা ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মূল্যবোধে বিশ্বাস করি ;
- যেহেতু আমরা মনোপলিমুক্ত গণমুখী বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি ;
- যেহেতু আমরা বিশ্ববাদে বিশ্বাস করি ;
- যেহেতু আমরা পারিবারিক মূল্যবোধে বিশ্বাস করি ;
- যেহেতু আমরা জনগণের ক্ষমতায়ন তথা সর্বস্তরে জনপ্রতিনিধিত্বে বিশ্বাস করি ;
- যেহেতু আমরা রাজনৈতিক জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করি ;
- যেহেতু আমরা জনগণের মৌলিক অধিকার তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা নিশ্চিত করনে রাস্ট্রের বাধ্যবাদকতায় বিশ্বাস করি ;
- যেহেতু আমরা জনগণের হয়রানীমুক্ত বিচার প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করি ;
- যেহেতু আমরা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীন গনতন্ত্র চর্চ্চায় বিশ্বাস করি;
- যেহেতু আমরা দূর্নীতিমুক্ত বিচার ব্যবস্থা ও জনপ্রশাসনে বিশ্বাস করি;
- যেহেতু আমরা রাস্ট্রের প্রতিটি স্তরের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরনে বিশ্বাস করি;

- যেহেতু আমরা জনগণের কর্মের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি ;
- যেহেতু আমরা জীবনের বিকাশে বিশ্বাস করি ;
- যেহেতু আমরা স্বাধীন পররাস্ট্রনীতিতে বিশ্বাস করি ;
- যেহেতু আমরা গণমূখী শক্তিশালী প্রতিরক্ষানীতিতে বিশ্বাস করি ;
- যেহেতু আমরা বাক স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি ;
- যেহেতু আমরা মুক্ত মানুষ এবং মানষিকতার বিকাশে বিশ্বাস করি ;
- যেহেতু আমরা নতুন প্রজন্মের জন্য নিরাপদ আবাসস্থল সৃস্টিতে বিশ্বাস করি ;

সেহেতু বাংলাদেশকে একটি উন্নত প্রযুক্তির আলোকে নতুন প্রজন্মের জন্য শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর একটি কল্যাণ রাস্ট্র প্রতিষ্ঠায় লিবারেল পার্টি বাংলাদেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য প্রত্যয় ঘোষণা করছি।

ঢাকা, বাংলাদেশ।
২০০৬

লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ

গঠণতন্ত্র -২০১০

অনুচ্ছেদ -১

পার্টি

১. এই পার্টির নাম হবে ''লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ''।
২. ইংরেজীতে "LIBERAL PARTY BANGLADESH".
৩. সংক্ষেপে ''লিবারেল পার্টি'' হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং সর্বদা এই নামেই পরিচিত হবে।

অনুচ্ছেদ-২

গঠনতন্ত্র:

১. এই গঠণতন্ত্র''লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ''এর গঠণতন্ত্রবা গঠণতন্ত্রহিসেবে বিবেচিত হবে।
২. প্রতিটি সদস্যের জন্য এই গঠণতন্ত্রঅবশ্য অনূসরণীয় হিসেবে বিবেচিত হবে।
৩. কোন সাংগঠনিক বিধিগত সমস্যার সমাধানে এই গঠনতন্ত্রে বর্নিত আইন অন্য সকল বিধি বা আদেশের বিপরিতে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হবে।

অনুচ্ছেদ -৩

প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্য:

১. ''লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ'' এর সকল কর্মকান্ড ''গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ''এর সার্বভৌমত্ব, ঐক্য এবং অখন্ডতা সমুন্নত রাখতে সচেস্ট, শ্রদ্ধাশীল এবং অনুগত থাকবে।

অনুচ্ছেদ -৪

প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের প্রতি আনুগত্য:

১. ''লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ''এর গঠণতন্ত্র''গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ''এর সংবিধানের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষন করবে।
২. রাস্ট্রীয় সাংবিধানিক আইন পার্টি'র সকল আইনের উপরে অবস্থান করবে।
৩. রাষ্ট্রীয় সংবিধানের কোন বিষয়ে দ্বিমত থাকলে উপযুক্ত ফোরামে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এবং দলীয় নীতিমালার আওতায় গণতান্ত্রিক পন্থায় তা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহন করা যাবে।

অনুচ্ছেদ -৫

পার্টির কার্যালয়:

১. পার্টির প্রধান কার্যালয় হবে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে।
২. উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষ প্রয়োজনে অন্য কোথায়ও তা স্থানান্তর করতে পারবেন।
৩. সদর দপ্তর ব্যতীত প্রয়োজনে অন্য যেকোন দপ্তর পৃথিবীর যেকোন দেশে স্থাপিত হতে পারবে।

অনুচ্ছেদ- ৬

পার্টির পতাকা ও মনোগ্রাম:

১. পার্টির পতাকা হবে আয়তক্ষেত্রাকার কাপড়ের অর্ধেক সাদা, অর্ধেক সবুজ আর মাঝখানে লাল পাঁচ কোনা তারকা।তারকার পাঁচ কোনা দলের পাঁচ মূলনীতি বুঝাবে।
২. পার্টির মনোগ্রাম হবে সবুজের বর্গক্ষেত্রাকারের উপর লাল পাঁচ কোনা তারকা এবং উপরে ডানা মেলে দেয়া পায়রা। তারকার দ্বারা দলের মূলনীতি, সবুজের দ্বারা সাম্য এবং পায়রার দ্বারা শান্তির বার্তা থাকবে।

৩. পার্টির সর্বোচ্চ ফোরাম প্রয়োজনে সময় সময় পতাকা ও মনোগ্রাম পরিবর্তন করতে পারবে। তবে পরবর্তী কংগ্রেস বা বর্ধিত সবায় অনুমোদিত হতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৭

মূলনীতি / আদর্শ :

১. উদার গণতন্ত্র।
২. মানবাধিকার ।
৩. বাজার অর্থনীতি।
৪. ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মূল্যবোধ।
৫. বিশ্ববাদ ।

অনুচ্ছেদ -৮

লক্ষ্য :

নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির দ্বারা বাংলাদেশে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে লিবারেল গণতান্ত্রিক রাজনীতিই আমাদের আদর্শ। যে আদর্শে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগনের ইচ্ছার প্রতিফলন হবে সংখ্যালঘিষ্ঠদের অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তার মাধ্যমে।

প্রতিষ্ঠা করতে হবে ব্যক্তি ও বাক স্বাধীনতা, নারী ও পুরুষের সমঅধিকার, পরমত সহিষ্ণুতা, সৎ নেতৃত্ব ভারসাম্যপূর্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থা , ন্যায়বিচার প্রাপ্তি, মৌলিক ও মানবাধিকার, তথ্যের অবাধ প্রবাহ সহ বাজার অর্থনীতির গণমূখী বাস্তবায়ন।

সর্বোপরি জাতীয় স্বার্থের নিশ্চয়তা বিধান করে বিশ্ববাদের দ্বারা বিশ্ব শান্তি অর্জন।

অনুচ্ছেদ-৯

উদ্দেশ্য:

১. মানবাধিকার, উদার গণতন্ত্র, বিশ্ববাদসহ গণমখী সাবর্জনীন আদর্শের অনুকূলে প্রশিক্ষিত নেতৃত্ব গড়ে তোলা।

২. আগামীদিনের জাতির ভবিষ্যত ছাত্র ও যুবদের সৎ, যোগ্য ও সচেতন নাগরিক ও নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্ন হিসেবে গড়ে তোলা। বেকারত্ব দূরীকরনে রাস্ট্রের সকল সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহন করা।

৩. নারীকে সমাজের প্রতিটি স্তরে সমানপুাতিক প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা সম্পন্ন হিসেবে গড়ে তোলা।

৪. শিশু ও সিনিয়র (বৃদ্ধ) নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা।

৫. রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য মৌলিক অধিকার অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান,চিকিৎসা ও শিক্ষা নিশ্চিত করা।

৬. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উচ্চ হারের জন্য কৃষি ও কৃষক এবং শিল্প ও শ্রমিকের উন্নয়নে আধুনিক এবং প্রযুক্তি নির্ভর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া।

৭. দূর্নীতিমুক্ত প্রশাসন এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি সহ সকল প্রকার পদক্ষেপ নেয়া।

৮. রাস্ট্রের প্রতিটি স্তরে জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে এবং জনগনের ভোটাধিকার নিরঙ্কুশ ও প্রভাবমুক্ত করতে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করা যাতে জনগন ভাবতে পারে তারাই দেশের মালিক, নির্বাচিত বা নিয়োগকৃত কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নয়।

৯. রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আধুনিক এবং গনমূখী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা এবং আধুনিক পররাস্ট্রনীতি প্রনয়ন করা।

১০. জনগনের কর্মসংস্থান, শিক্ষা-প্রশিক্ষন গ্রহন করা এবং পছন্দ-অপছন্দের অধিকার নিশ্চিত করা।

১১. গণমূখী আইন প্রনয়ন এবং জনগনের বিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহন করা।

১২. বাংলাদেশকে একটি কল্যান রাস্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

অনুচ্ছেদ - ১০

পার্টি'র সদস্য পদ

১. সদস্যপদ লাভ:

১. যে কোন ১৬ বছর বয়স্ক বাংলাদেশী নাগরিক দলীয় আবেদনপত্র পূরন এবং নির্ধারিত চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে পার্টির প্রাথমিক সদস্য পদ লাভ করবেন।

২. সংশ্লিষ্ট কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সদস্যপদ প্রদান করবেন।

২. সদস্যপদ বাতিল:

১. মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটলে।

২. আদালত কর্তৃক ন্যায়ত বিচারে সাজাপ্রাপ্ত হলে ।

৩. নির্বাহী কমিটির সুপারিশে কেবিনেট সিদ্ধান্ত নিলে।

৩. সদস্যপদ স্থগিতকরন:

(১) প্রেসিডেন্ট বা তার পক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ব যে কারো বিরূদ্ধে সুনির্দিস্ট অভিযোগের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে তার পদ এমনকি প্রয়োজন হলে সদস্যপদ স্থগিত রাখতে পারবেন।

(২) মহাসচিব যে কোন শাখা সংগঠনের কারো সদস্যপদ স্থগিত রাখতে পারবেন একই কারনে।

৪. সদস্যের শ্রেনী বিন্যাস:

১. প্রতিষ্ঠাতা: **শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ** লিবারেল পার্টি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকৃত হবেন। **আফজালুল হক সিকদার** প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব/সহ প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকৃত হবেন।

২. প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য: প্রথম নির্বাহী/কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগন (দলে অবস্থানকারী) প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য বিবেচিত হবেন।

৩. সদস্য : প্রাথমিক সদস্য হিসেবে এক বছর পূর্ণ হলে পূর্নাংগ সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।।নির্ধারিত ফরম পুরন সাপেক্ষে *১৬ বছরের উপরে যে কেউ প্রাথমিক সদস্যপদ পাবে।

৪. আজীবন সদস্য : কেবিনেট/স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্তে এই সদস্যপদ লাভ হবে।

অনুচ্ছেদ -১১

পার্টির কমিটি

১. জাতীয় কংগ্রেস/কনভেনশন
২. জাতীয় নির্বাহী কমিটি
(১) প্রেসিডেন্ট এর কেবিনেট/স্থায়ী কমিটি
(২) কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি
৩. উপদেস্টা পরিষদ
৪. শাখা কমিটি:

(১)রাজধানী ও মহানগর কমিটি
(২)জেলা কমিটি ও বৃহত্তর জেলা শহর (পৌর সভা) কমিটি
(৩)থানা, উপজেলা ও পৌরসভা কমিটি
(৪)ইউনিয়ন, পৌর ওয়ার্ড ও ইউনিট কমিটি

অনুচ্ছেদ- ১২

সদর দপ্তরের বিভাগ সমূহ

১. সরকার ও সংসদ
২. তথ্য ও প্রকাশনা
৩. সদস্য উন্নয়ন ও প্রশিক্ষন
৪. গঠণতন্ত্রও আইন
৫. প্রচার ও যোগাযোগ
৬. শ্রম ও জনশক্তি উন্নয়ন
৭. কৃষি ও কৃষক উন্নয়ন
৮. বৈদেশিক সম্পর্ক
৯. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান
১০. প্রযুক্তি উন্নয়ন ও শিক্ষা
১১. যুব ও ছাত্র
১২. স্থানীয় সরকার
১৩. সমাজ কল্যান
১৪. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
১৫. মহিলা ও শিশু উন্নয়ন
১৬. ধর্মীয় মূল্যবোধ উন্নয়ন
১৭. পরিবেশ উন্নয়ন
১৮.শিল্প ও সংস্কৃতি উন্নয়ন
১৯. উন্নয়ন ও পরিকল্পনা
২০. কর্মসূচী সমন্বয়

অনুচ্ছেদ- ১৩

পার্টির কমিশন সমূহ

১. লিবারেল মাইনরিটি কমিশন
২. সিনিয়র সিটিজেন্স লিবারেল কমিশন
৩. লিবারেল মহিলা কমিশন
৪. লিবারেল মানবাধিকার কমিশন

অনুচ্ছেদ -১৪

জাতীয় কংগ্রেস/কনভেনশন

১. জাতীয় কংগ্রেস হলো পার্টির চূড়ান্ত ফোরাম।

২. এই ফোরামে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং জাতীয় নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে।

৩. ৩ বছর পরপর কংগ্রেস/জাতীয় কনভেনশন হবে।

৪. কংগ্রেস / জাতীয় কনভেনশন পরিচালনার জন্য একটি 'কংগ্রেস কমিটি' এবং নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি ''নির্বাচন কমিশন'' কমপক্ষে ৩ মাস পূর্বে কেবিনেট/ কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গঠিত হবে।

৫. পার্টির কার্যবিধি এবং জাতীয় নির্বাহী কমিটি প্রনীত বিধি মোতাবেক কংগ্রেস আনুষ্ঠিত হবে।

৬. সম্মেলন/কংগ্রেস এর পূর্বেই নির্বাচন কমিশন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তফসিল ঘোষনা করে মনোনয়ন পত্র আহবান ও যাচাই বছাই করবেন।

অনুচ্ছেদ- ১৫

জাতীয় নির্বাহী কমিটি

১. জাতীয় নির্বাহী কমিটি দেশব্যাপী দলীয় সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করবে। রাজনৈতিক কর্মকান্ডে কমিটি এবং এর সদস্যগন কেবিনেট এর নীতিমালা অনুসরন করবে।

২. প্রেসিডেন্ট এর নেতৃত্বে জাতীয় নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে সভা করে কর্মকান্ড পর্যালোচনা করে কর্মপদ্ধতি নির্ধারন করবেন। লিবারেল মতাদর্শের আলোকে রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রদান করবে।

৩. জাতীয় নির্বাহী কমিটি হবে নিম্নরূপ:

১। প্রেসিডেন্ট -১জন
২। ভারপ্রাপ্ত/নির্বাহী প্রেসিডেন্ট -১জন (প্রয়োজনে)
(ভাইস-প্রেসিডেন্টদের মধ্য থেকে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত)
৩। সাবেক প্রেসিডেন্ট - সকল
৪। ভাইস প্রেসিডেন্ট -২০জন
৫। মহাসচিব -১জন
৬। যুগ্ম মহাসচিব -৬জন
৭। সাংগঠনিক সম্পাদক -১০জন
৮। ট্রেজারার -১জন
৯। যুগ্ম ট্রেজারার -১জন
১০। জাতীয় পরিচালক (নির্ধারিত মর্যাদায়) -১জন
১১। সম্পাদক (কেন্দ্রীয় দপ্তরসমূহ) - ২০ জন
১২। নির্বাহী সদস্য - ৭০জন
(৭০ সাংগঠনিক জেলা থেকে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত)

৪. দল পরিচালনায় জাতীয় পরিচয়, রাজনৈতিক লাইনগত মতাদর্শ, রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, কৃষি ও কৃষক, অর্থনীতি, সামাজিক উন্নয়ন, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাহীগন কেবিনেট এর নীতিমালা অনুসরন করবেন।

৫. প্রেসিডেন্ট এর নামে জাতীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকান্ড পরিচালিত হবে এবং প্রশাসনিক আদেশ জারী হবে। ফাইলে যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে মহাসচিব বা জাতীয় পরিচালকের বা প্রেসিডেন্ট অনুমোদিত অন্য কারো স্বাক্ষরে আদেশ জারী হবে।

অনুচ্ছেদ- ১৬

কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি

১. অনুচ্ছেদ ১৫.৩ এর ১-১১ পর্যন্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি সদস্যগনের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হবে। কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি প্রত্যাহিক জাতীয় ও কেন্দ্রীয় এবং দৈনন্দিন কর্মসূচি প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

২. যৌথ সিদ্ধান্তের প্রয়োজনে ওয়ার্কিং কমিটি সভা করবে। গঠনতান্ত্রিক ও নীতি নির্ধারনী গুরুতর কোন বিষয় ব্যতিত ওয়ার্কিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

অনুচ্ছেদ- ১৭

প্রেসিডেন্ট এর কেবিনেট/স্থায়ী কমিটি

১. অনুচ্ছেদ ১৫.৩ এর ১-৮ এবং অনুচ্ছেদ ৩৬.১ এর ১-৬ পর্যন্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি সদস্যগনের সমন্বয়ে প্রেসিডেন্ট এর কেবিনেট/স্থায়ী কমিটি হবে গঠিত হবে। কমিটি হবে পার্টির পলিসি বা নীতি প্রনয়ণ বিভাগ।

২. কেবিনেট/স্থায়ী কমিটি রাষ্ট্রীয় এবং দলীয় পলিসি তৈরী করবে। দলীয় শৃংখলা রক্ষার্থে গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

৩. প্রেসিডেন্ট এর অনুমোদনক্রমে তার দপ্তর থেকে কেবিনেট/স্থায়ী কমিটির সভা আহবান করা হবে।

৪. প্রেসিডেন্ট এর সচিবালয়ের মাধ্যমে কেবিনেট/স্থায়ী কমিটির কর্মকান্ড পরিচালিত হবে। কেবিনেটের সকল দাপ্তরিক আদেশ প্রেসিডেন্ট এর নামে জারী হবে।

৫. প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক সচিব কেবিনেট সচিব হবেন। রাজনৈতিক সচিব না থাকলে জাতীয় পরিচালক কেবিনেট সচিব হবেন।

৬. কেবিনেট পার্টি'র বৃহত্তর স্বার্থে নতুন যেকোন পদ সৃস্টি করতে পারবে।তবে সেক্ষেত্রে পরবর্তী জাতীয় নির্বাহী কমিটি অধিবেশনে তা অনুমোদনের পর ঐ পদটি সংবিধানের অর্ন্তভূক্ত হবে।

অনুচ্ছেদ- ১৮

উপদেস্টা পরিষদ:

১. প্রেসিডেন্ট প্রয়োজনে উপদেস্টা পরিষদ গঠন করবেন। উপদেস্টাগন ভাইস-প্রেসিডেন্ট এর সমমর্যাদা সম্পন্ন হবেন। উপদেস্টাদের কোন সংখ্যা নির্ধারিত হবে না।

২. সময় সময় এই উপদেস্টা পরিষদ পার্টি নেতৃত্বকে পরামর্শ দেবেন। উপদেস্টা পরিষদের সভায় প্রেসিডেন্ট সভাপতিত্ব করবেন এবং ভারপ্রাপ্ত/নির্বাহী প্রেসিডেন্ট ও মহাসচিব উপস্থিত থাকবেন।

৩. বৈঠক ছাড়াও উপদেস্টাগন পার্টির উন্নয়নে তাদের মতামত যেকোন সময় ব্যক্ত করতে পারবেন এবং সেই মতামত বা সুপারিশ দলীয় ফোরামে আলোচনা করতে হবে।

অনুচ্ছেদ -১৯

কমিশন সমূহ:

১. কমিশন সমূহ পার্টি প্রেসিডেন্ট এর দপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। স্থায়িত্বকাল কেবিনেটের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল।

২. কমিশন চেয়ারম্যান হিসেবে উপযুক্ত কাউকে পার্টি প্রেসিডেন্ট নিয়োগ প্রদান করবেন।

৩. পার্টি কমিশন সমূহ সংশ্লিস্ট বিষয়ে তাদের সুপারিশ মালা প্রদান অব্যাহত রাখবে এবং কেবিনেট প্রয়োজনীয় বিষয়টুকু পার্টি নীতিমালা হিসেবে গ্রহন করবে।

৪. সংশ্লিস্ট বিষয়ের আলোকে কোন রাস্ট্রীয় ফোরামে অনুমোদন সাপেক্ষে কমিশন পার্টির প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে।

৫. কমিশনের গঠন হবে নিম্নরূপ:

(ক)	চেয়ারম্যান	: ১ জন
(খ)	ভাইস-চেয়ারম্যান	: ১--২ জন(প্রয়োজনে)
(গ)	সদস্য	:৩--৭ জন
(ঘ)	সদস্য সচিব	: ১জন

অনুচ্ছেদ-২০

অংগ সংগঠন

১. পার্টি'র কোন অঙ্গ সংগঠন থাকবে না। তবে জাতীয় নির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে রাস্ট্রীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং আইন শৃঙ্খলার সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন সহযোগি সংগঠন তৈরী করতে পারবে।

২. তবে অবশ্য তা রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন আইনের শর্ত পূরন সাপেক্ষে হবে। সহযোগী সংগঠনের বেলায় দলের নিবন্ধন আইনের শর্ত পূরন সাপেক্ষে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

অনুচ্ছেদ-২১
অস্থায়ী/স্থায়ী কমিটি সমূহ:

১. কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির নেতৃত্ব প্রয়োজনে বিষয় ভিত্তিক অস্থায়ী/স্থায়ী উপ-কমিটি গঠন করতে পারবেন।

২. কমিটি মেয়াদ শেষে রিপোর্ট প্রদানের পর বিলুপ্ত হবে।

৩. কমিটি হবে নিম্নরুপ:

(১) চেয়ারপার্সন: ১ জন
(২) সদস্য : ২-৬ জন
(৩) সদস্য সচিব : ১ জন

৪. তদন্ত এবং বিভিন্ন উদযাপন কমিটি এই পদ্ধতিতে হবে।

অনুচ্ছেদ -২২
প্রশাসনিক বিভাগ

১. এই বিভাগের আর্গানোগ্রাম হবে নিম্নরুপ:

(১) জাতীয় পরিচালক -১জন
(২) যুগ্ন/সহকারী জাতীয় পরিচালক/বিভাগীয় পরিচালক
(৩) প্রোগ্রাম অফিসার- ১জন
(৪) একাউন্টস অফিসার- ১জন
(৫) ইন্টারন্যাশনাল অফিসার- ১জন
(৬) তথ্য অফিসার-- ১জন
(৭) ওয়েব মাস্টার- ১জন
(৮) অফিস এক্সিকিউটিভ -১জন
(৯) অফিস এটেন্ডেন্ট - প্রয়োজনীয় সংখ্যক।
(১০) মহানগর বা জেলা পরিচালক- প্রয়োজনীয় সংখ্যক

২. পার্টির সকল সংশ্লিস্ট কাগজপত্র, রেজুলেশন, দলিল, চেক বহি সহ সকল কিছুই এই বিভাগ হেফাজতে থাকবে।

৩. সংশ্লিস্ট নেতৃবৃন্দ এই বিভাগের সহায়তা নেবেন।

অনুচ্ছেদ -২৩
শাখা কমিটি সমূহ:

১. শাখা কমিটি সমূহ হবে নিম্নরূপ:

(১) সভাপতি : ১জন
(২) সহ-সভাপতি : ৪-১০ জন
(৩) সাধারন সম্পাদক : ১জন
(৪) সহ-সাধারন সম্পাদক : ৪জন
(৬) দপ্তর সম্পাদক : ১জন
(৭) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : ১জন (প্রয়োজনে)
(৮) তথ্য বিষয়ক সমপাদক :১জন (প্রয়োজনে)
(৯) যুব ও ছাত্র বিষয়ক সমপাদক : ১জন (প্রয়োজনে)
(১০) সদস্য : প্রয়োজন অনুসারে

২. প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় আদেশে এডহক কমিটি হলে হবে নিম্নরুপ:

(১) সভাপতি : ১জন
(২) সহ-সভাপতি : ২-৪জন
(৩) সাধারন সম্পাদক : ১জন
(৪) দপ্তর সম্পাদক : ১জন
(৫) সদস্য : প্রয়োজন অনুসারে।

৩. আহবায়ক কমিটি গঠিত হলে তা হবে নিম্নরুপ:

১. আহবায়ক -১জন
২.যুগ্ন-আহবায়ক- ২-৬জন
৩. সদস্য - প্রয়োজন অনুসারে

৪. দলের কোন বৈদেশিক শাখা থাকবে না।

৫. সকল শাখা কমিটির মেয়াদ হবে ৩ বছর।

৬. সকল শাখার পুর্নাঙ্গ কমিটি সম্মলনের মাধ্যমে গঠিত হবে। সম্মেলন আয়োজন করবে বিদায়ী শাখা কমিটি। পার্টির কার্যবিধি মোতাবেক শাখা সমূহের সম্মেলন এবং নেতৃত্ব নির্বাচন হবে।

৭. প্রয়োজনে রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানের সমন্বয়ে ''পার্বত্য আঞ্চলিক কমিটি'' গঠন করা যাবে।১ জন সভাপতি, ২ জন সহ সভাপতি, ১ জন সাধারন সম্পাদক, ১ জন আঞ্চলিক পরিচালক ও ৬ জন সদস্য (৩ জেলার সভাপতি ও সম্পাদক) সমন্বয়ে এই কমিটি হবে। আদিবাসী, উপজাতি ও বাংলাভাষী পার্বত্যবাসীদের দ্বারা পার্টি প্রেসিডেন্ট এই কমিটি গঠন করতে পারবেন।

৮. রাজধানী কমিটি এবং ''পার্বত্য আঞ্চলিক কমিটি'' ক্রমানুসারে অন্যান্য শাখা কমিটির চেয়ে বিশেষ মর্যাদা লাভ করবে।

অনুচ্ছেদ -২৪

প্রেসিডেন্ট

১. **প্রেসিডেন্ট** পার্টি এবং সংবিধানের অবিভাবক এবং প্রধান ।

২. **প্রেসিডেন্ট** যেকোন সিদ্ধান্তে ভেটো দিতে পারবেন বা পূনর্বিবেচনার জন্য সংশ্লিস্ট কমিটিকে/পদধারীকে নির্দেশ দিতে পারবেন।

৩. প্রয়োজনে ভারপ্রাপ্ত/নির্বাহী প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ প্রদান করবেন। ৭০ সাংগঠনিক জেলা থেকে নির্বাহী সদস্য মনোনীত করবেন।

৪. পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে অবস্থান করলেও প্রেসিডেন্ট এর ক্ষমতা অপরিবর্তিত থাকবে।

৫. তিনি যে কোন কমিটি/পদের নিয়োগ/নির্বাচন বাতিল করে উপযুক্ত কাউকে নিয়োগ বা কমিটির ক্ষেত্রে পূনর্গঠন করতে পারবেন। কারো আপত্তি থাকলে কেবিনেটে পূনর্বিবেচিত হবে।

৬. দলীয় যে কোন বিধিমালা/সার্কুলার প্রেসিডেন্ট এর নামে প্রকাশিত হবে।স্বাক্ষরকারী উপযুক্ত নেতৃত্বের মনোনীত যেকেউ হবেন।

৭. প্রেসিডেন্ট ৩(তিন) বছরের জন্য জাতীয় কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। তার একটি সচিবালয় থাকবে। প্রেসিডেন্ট পার্টির সদস্যদের মধ্য থেকে এই সচিবালয় গঠন করবেন। প্রেসিডেন্ট এর সচিবালয়ের গঠন হবে নিম্নরূপ:

১.**রাজনৈতিক সচিব-** ১ জন (যে কোন মর্যাদায়)
২. **তথ্য সচিব** -১ জন (যে কোন মর্যাদায়)
৩. **একান্ত সচিব-** ১জন (সচিব মর্যাদা)
৪. **বিশেষ সহকারী-** (যে কোন মর্যাদায়)

৮. জাতীয় নির্বাহী কমিটি, কেবিনেট ও ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

৯. প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় তিনি জাতীয় পরিচালক, আন্তর্জাতিক পরিচালক ও প্রোগ্রাম অফিসারসহ সকল নিয়োগ প্রদান করবেন।

অনুচ্ছেদ- ২৫

ভারপ্রাপ্ত/নির্বাহী প্রেসিডেন্ট

১. দলীয় প্রয়োজনে ভাইস প্রেসিডেন্টগনের মধ্য থেকে অর্ন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য প্রেসিডেন্ট এই পদে নিয়োগ প্রদান করবেন।

২. প্রেসিডেন্ট প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. প্রেসিডেন্ট ইন্তেকাল করলে এবং ঐ সময়ে কোন ভারপ্রাপ্ত/নির্বাহী প্রেসিডেন্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত না থাকলে ওয়ার্কিং কমিটি পার্টির সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট বা ভাইস-প্রেসিডেন্টগনের মধ্য থেকে কাউকে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট মনোনীত করবেন।

৪. দায়িত্ব পালন সমপন্ন হলে তিনি পূর্বপদে প্রতাবর্তন করবেন, যদিনা ইতোমধ্যে কংগ্রেসের দ্বারা নতুন কমিটি গঠিত হয়। সেক্ষেত্রে তিনি নতুন পদে প্রত্যাবর্তন করবেন।

অনুচ্ছেদ- ২৬
সাবেক প্রেসিডেন্ট

১. কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য থাকবেন। সভায় নিজস্ব মতামত ও ভোটাধিকার প্রদান করবেন তবে কোন ভেটো ক্ষমতা থাকবে না।

২. ভাইস-প্রেসিডেন্টের প্রশাসনিক মর্যাদা লাভ করবেন। তবে তার কার্যক্রম প্রেসিডেন্টের সচিবালয় দ্বারা সমন্বিত হবে।

৩. সম্মত হলে তাদের পার্টির কোন কমিশন বা সদর দপ্তরের কোন বিভাগীয় কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব প্রদান করা যাবে।

৪. নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করতে পারবেন না। তবে অধ:স্তন কোন কমিটির আমন্ত্রনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহন করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ-২৭
ভাইস- প্রেসিডেন্ট

১. প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

২. ক্রমানুসারে দায়িত্বভেদে প্রেসিডেন্ট এর অনুপস্থিতিতে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

৩. সংগঠনের বিস্তারে প্রদত্ত আঞ্চলিক দায়িত্ব পালন করবেন।কেন্দ্রীয় বিভাগীয় দপ্তর সমূহের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন।

অনুচ্ছেদ---২৮
''মহাসচিব''

১. মহাসচিব পার্টির প্রধান মুখপাত্র এবং সাংগঠনিক প্রধান হিসেবে নির্বাহী দায়িত্ব পালন করবেন ।

২. প্রেসিডেন্ট এর অনুমোদনক্রমে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভা ও কংগ্রেস অধিবেশন আহবান করবেন।

৩. দেশব্যাপী শাখা কমিটি পরিচালনার সাংগঠনিক কাজে যুগ্ন মহাসচিব ও সাংগঠনিক সম্পাদক এবং রাস্ট্রীয় ও পার্টির বিভাগীয় দপ্তর সমূহ কার্যকর রাখতে কেন্দ্রীয় সম্পাদকদের পরিচালিত করবেন।

৪. ভাইস-প্রেসিডেন্টদের সাংগঠনিক কাজে সহায়তা দেবেন।

৫. কংগ্রেস/কনভেনশনে অথবা জাতীয় নির্বাহী কমিটির বা ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করবেন।

অনুচ্ছেদ---২৯
যুগ্ন-মহাসচিব

১. মহাসচিবের সহকারী হিসেবে প্রেসিডেন্ট ও মহাসচিব কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

২. মহাসচিব এর অনুপস্থিতিতে যথাযথ অনুমোতি সাপেক্ষে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হিসেবে ক্রমানুসারে দায়িত্ব পালন করবেন।

অনুচ্ছেদ---৩০

সাংগঠনিক সম্পাদক

১. সাংগঠনিক অঞ্চলে মহাসচিব এর অধীনে দায়িত্ব পালন করবেন।

২. রিপোর্ট পেশ করবেন মহাসচিবের কাছে।

৩.আন্চলিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ভাইস-প্রেসিডেন্টদের সহায়তা প্রদান করবেন।

অনুচ্ছেদ-৩১

''ট্রেজারার''

১. অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের এবং পার্টি তহবিলের প্রধান হিসেবে

২. দায়িত্ব পালন করবেন। প্রশাসনিক যে কাউকে তার কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন।

৩. কেবিনেট এবং কংগ্রেস/কনভেনশন এ অথবা সংশ্লিস্ট কমিটির সভায় অর্থনৈতিক রিপোর্ট পেশ করবেন। প্রতি বছর পার্টির অডিট এর ব্যবস্থা করবেন।

৪. প্রতি বছর পার্টির বাজেট তৈরী করবেন এবং কেবিনেট/ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভায় তা অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

অনুচ্ছেদ- ৩২

অন্যান্য কর্মকর্তা

১. যুগ্ন -ট্রেজারার

১. ট্রেজারার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

২. ট্রেজারার এর অনুপস্থিতিতে পার্টি প্রধানের অনুমতি সাপেক্ষে অস্থায়ী ট্রেজারারের দায়িত্ব লাভ করবেন।

২. জাতীয় পরিচালক

১. প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে সকল প্রশাসনিক কর্মকান্ড তত্বাবধান করবেন।

২. সাংগঠনিক সমপাদকের বা তদুর্ধ মর্যাদায় থেকে অধিনস্তদের পরিচালনা করবেন।

৩. পার্টির কেবিনেট, জাতীয় নির্বাহী কমিটি এবং ওয়ার্কিং কমিটি সহ এর সকল প্রশাসনিক কাজ করবেন এবং তা সংরক্ষন করবেন।

৩. যুগ্ন/সহকারী জাতীয় পরিচালক/বিভাগীয় পরিচালক

১. সম্পাদকের বা তদুর্ধ মর্যাদায় যুগ্ন/সহকারী জাতীয় পরিচালক নিয়োগ দেয়া যাবে।

২. জাতীয় নির্বাহী কমিটি এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হবেন।

৩. জাতীয় পরিচালকের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করবেন।

৪. সমপাদক বা সচিব

১. সমপাদকগন প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

২. সংশ্লিস্ট বিভাগের হালনাগাদ রাস্ট্রীয় কর্মকান্ডের নিরিখে দলীয় প্রোগ্রাম তৈরী করবেন।সকল তথ্য হালনাগাদ সংরক্ষন করবেন।

৩. কেন্দ্রীয় দপ্তরসমূহের নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন।

৫.নির্বাহী সদস্য:

১. প্রেসিডেন্ট কর্তৃক/সরাসরি নির্বাচিত হবেন।

২. কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. মেয়াদকাল তার নিয়োগ বা নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।

অনুচ্ছেদ -৩৩
তহবিল

১। তহবিল গঠন:

১. সদস্য চাঁদা, গণচাঁদা, দান, অনুদান প্রকাশনা ইত্যাদির দ্বারা তহবিল গঠিত হবে।
২. প্রকল্প গ্রহন করে তহবিল গঠন করা যাবে।
৩. বিদেশী অনুদান গ্রহন করেও তহবিল গঠন করা যাবে।

২। তহবিল পরিচালনা:

১. তহবিল পরিচালনা করবেন ট্রেজারার।

২. তহবিল কোন তফসিলি ব্যাংক এ জমা থাকবে।

৩. একাউন্ট এর যাবতীয় কাগজপত্র, চেক বহি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের হেফাজতে থাকবে।

৪. প্রেসিডেন্ট/ভারপ্রাপ্ত/নির্বাহী প্রেসিডেন্ট, মহাসচিব, এবং ট্রেজারার এর যৌথ স্বাক্ষরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হবে। ১০,০০০/=দশ হাজার টাকার উপর উত্তোলনের জন্য প্রেসিডেন্ট এর অনুমোদন লাগবে, অনুপস্থিতির কারনে ইলেকট্রনিক অনুমোদন কার্যকর হবে।

৫. পার্টির কোন জেলা বা উপজেলা শাখার ব্যাংক একাউন্ট খোলার প্রয়োজন হলে পার্টি মহাসচিব এবং ট্রেজারার এর লিখিত অনুমোদনক্রমে সংশ্লিস্ট শাখার সভাপতি এবং সাধারন সম্পাদকের (আহবায়ক কমিটি নয়) যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব খোলা যাইবে।যৌথ স্বাক্ষরকারীর ছবি সত্যায়িত করবেন মহাসচিব/ট্রেজারার।

৬. তবে এই ব্যাংক হিসাব পরিচালনা বা এর আয় ব্যয়ের হিসেবের দায়বদ্ধতা পুরোপুরি সংশ্লিস্ট শাখার উপর বর্তাবে। কোন ক্রমেই কোন আইনানুগ কর্তৃপক্ষ এজন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে দায়বদ্ধ বা আইনের দ্বারা সম্পর্কযুক্ত করাতে পারবেন না।

৭. তবে প্রতিবছরের এই ব্যাংক হিসাব পরিচালনা ও আয় ব্যয়ের অডিট রিপোর্ট সংশ্লিস্ট শাখা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জমা দেবে বাধ্যতামূলকভাবে। নতুবা এই হিসাব বন্ধ বা বাতিল করার জন্য সংশ্লিস্ট ব্যাংকে পত্র দেয়া হবে।

অনুচ্ছেদ -৩৪
সভা

১। মাসিক সাধারন সভা:

১. ৭ দিনের নোটিশে এ সভা হবে।

২. ৬০ ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

৩. সকল কমিটি প্রতি মাসে সম্ভব না হলে ২ মাসে একবার এ সভা করবে।

২। বর্ধিত সভা :

১. প্রতিবছর ১ এক বার বা দলের বিশেষ প্রয়োজনে পার্টির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যগন এই সভা করবেন।

২. শতকরা ৫১ ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

৩. প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যাবে।

৪. স্বাভাবিক গতিতে হলে এই সভা হবে বার্ষিক সাধারন সভা।
৫. কমপক্ষে ১৫ দিনের নোটিশে এ সভা হবে।

৩। জরুরী সভা :

১. বিশেষ প্রয়োজনে ২৪ ঘন্টার নোটিশে এ সভা হবে।

২. ৫০ ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে, তবে গৃহীত সিদ্ধান্ত পরবর্তী নিয়মিত সভায় পাশ করতে হবে। নতুবা বাতিল হবে।

অনুচ্ছেদ -৩৫

বিশেষ বিধান :

১. জাতীয় নির্বাহী কমিটি অকার্যকর হয়ে জটিল পরিস্থিতি হলে পার্টি প্রেসিডেন্ট সেই কমিটির স্থলে একটি এডহক কমিটি গঠন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কমিটি হবে নিম্নরুপ:

১. প্রেসিডেন্ট : ১জন
২. সাবেক প্রেসিডেন্টগন
৩. মহাসচিব : ১জন
৪. ভাইস-প্রেসিডেন্ট : ১০জন
৫. ট্রেজারার :১জন
৬. যুগ্ম মহাসচিব -২-৪ জন
৭. সাংগঠনিক সম্পাদক -৬জন
৮. সম্পাদক : ১০জন
৯. সদস্য : প্রয়োজন অনুসারে।

(প্রশাসনিক পদ সমূহ পরিবর্তন হবেনা, প্রেসিডেন্ট এর সিদ্ধান্ত ছাড়া)

২. পর্যায়ক্রমে পার্টি'র সকল স্তরে ৩৫ ভাগ নেতৃত্ব নারীদের দ্বারা এবং ১০ ভাগ নেতৃত্ব ধর্মীয় সংখ্যালঘূ এবং আদিবাসী ও

উপজাতী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির দ্বারা পূরন করার ব্যবস্থা ২০১৫ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক নিশ্চিত করতে হবে।

৩. পার্টির মধ্যে মিমাংসার অযোগ্য চূড়ান্ত কোন আভ্যন্তরীন সংকটে পার্টি প্রেসিডেন্ট এর সিদ্ধান্ত হবে চূড়ান্ত।

৪. রাস্ট্রীয় পর্যায়ে কোন রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করবে পার্টির ওয়ার্কিং কমিটি। কেবলমাত্র প্রয়োজনে অন্য কেউ প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে।তবে সকল প্রতিনিধিত্বমূলক সংশ্লিস্ট ঘটনার প্রতিবেদন **কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি**র কাছে লিখিত জমা দিতে হবে।

৫. গঠণতন্ত্র এবং কার্যবিধি মেনে চলতে ব্যর্থ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে অপসারনসহ যেকোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে উর্ধতন নেতৃত্ব/কমিটি।

৬. শৃংক্ষলা রক্ষায় দলীয় ফোরামে গণতান্ত্রিক পন্থা ব্যতীত কেউ কোনভাবে কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমন করলে তাকে পার্টি থেকে বহিস্কার করা যাবে।সেক্ষেত্রে কোন আপীলের ব্যবস্থা থাকবে না যদি না শাস্তিপ্রাপ্ত সদস্য লিখিতভাবে ক্ষমাপ্রার্থী না হয়।

৭. পার্টি সংবিধানে কোন বিধানের সংযোজন প্রয়োজন হলে **জাতীয় নির্বাহী কমিটি'**র অধিবেশন না থাকলে **কেবিনেট** তা করতে পারবে, তবে তা পরবর্তী **পার্টি কংগ্রেস/জাতীয় কনভেনশনে/জাতীয় নির্বাহী কমিটি** অধিবেশনে পাশ হতে হবে।

৮. সংবিধানের সংশোধনীর জন্য **জাতীয় নির্বাহী কমিটির** দুই-তৃতীয়াংশ উপস্থিত সদস্যের সিদ্ধান্তে গৃহীত যেকোন সংশোধনী পরবর্তী কংগ্রেস পর্যন্ত কার্যকর হবে।

৯. **কেবিনেট** দলের বিশেষ প্রয়োজনে পদ সৃস্টি করতে পারবে এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারন করতে পারবে।

১০. নির্বাচন পদ্ধতি কার্যবিধির অন্তর্ভূক্ত হবে এবং কেবিনেট কার্যবিধি নির্ধারন করবে, পরবর্তী কংগ্রেসে অনুমোদিত হতে হবে।

১১. পার্টির সদর দপ্তরের কোন বিভাগের প্রচার ও প্রকাশনায় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট এর ছবি পাশাপাশি ব্যবহার করতে হবে। দলীয় নিবন্ধন বিধির আওতায় নির্বাচনী কার্যক্রমে ছবি ব্যবহার হবে।

১২. পার্টি'র পতাকা ব্যবহারের বিধিমালা কেবিনেট/প্রেসিডেন্ট নির্ধারন করবেন।

১৩. জাতীয় সংসদ নির্বাচন সহ সকল নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি কার্যবিধির অন্তর্ভূক্ত হবে। তবে সকল প্রকার প্রার্থী বাছাই হবে তৃনমূল পর্যায় থেকে। একাধিক প্রার্থী বাছাই করে কেন্দ্রে প্রেরন করার পর সংশ্লিস্ট কমিটি চূড়ান্ত প্রার্থী বাছাই করবে।

১৪. জাতীয় নির্বাহী কমিটি বা ওয়ার্কিং কমিটি দলীয় পদসমূহ বা কমিটির নির্বাচনের কমপক্ষে ৯০ দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনী আচরনবিধি এবং নির্বাচনী বিধিমালা প্রনয়ন করবে। কংগ্রেস বা জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন বা কনভেনশনের বেলায়ও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

১৫. সকল প্রকার নতুন আইন ও বিধি এই গঠণতন্ত্রঅনুমোদন হওয়ার দিন থেকে কার্যকর হবে। পুরনো বিধিতে সকল নির্বাচনকে নির্ধারক হিসেবে ধরা যাবে না। ঐ নির্বাচনগুলো বাধ্যবাধকতার আওতায় পড়বে না।

১৬. কার্যবিধি অনুসারেই সকল দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করতে সবাই বাধ্য থাকবে।

১৭. পার্টির গঠনতন্ত্রের কোন অনুচ্ছেদ, ধারা বা উপ-ধারা সংক্রান্ত জটিলতায় পার্টি প্রধানের ব্যাখ্যা চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

১৮. এই সংবিধান/গঠনতন্ত্রের বাইরেও নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক কোন আইন বা বিধি সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি তাৎক্ষনিকভাবে জরুরী সভা আহবান করে সিদ্ধান্ত নিয়ে কার্যকর করতে পারবে। পরবর্তী জাতীয় কংগ্রেসে তা অনুমোদন করিয়ে পার্টি সংবিধানে সংযোজন করতে হবে।

অনুচ্ছেদ -৩৬

নেতৃত্বের দায়বদ্ধতা:

১. সকল কমিটির নেতৃত্ব ঐ কমিটির দায়দায়িত্ব বহন করবে।

২. উর্ধ্বতন নেতৃত্বের নির্দেশ অধস্তনদের পালন করতে হবে, তবে তা দলীয় গঠণতন্ত্র ও কার্যবিধির পরিপন্থী হলে না পালন করলে কোন সমস্যা নাই।

৩. নেতৃত্বের প্রতিটি স্তর উর্ধতন স্তরের কাছে দায়বদ্ধ।

৪. সবাই **পার্টি প্রেসিডেন্ট, জাতীয় নির্বাহী কমিটি** এবং **কংগ্রেসের** কাছে দায়বদ্ধ।

-------o--------

ঘোষণাপত্র- ১৯৯৮

আমরা বাংলাদেশের উদার গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ, পেশাজীবি, সংবাদিক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দ এই মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ব্যক্তি স্বাধীনতা, মানবাধিকার, নারী-পুরুষের সমঅধিকার, সহনশীলতা, সহমর্মীতা, পরমত সহিষ্ণুতা, আইনের শাসন, বাজার অর্থনীতি, অবাধ তথ্য প্রবাহের স্বাধীনতা, অগ্রগতি, শান্তি, দায়িত্ব সচেতনতা, আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি উদার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল গঠন একান্ত প্রয়োজন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে দেশটির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শাসন ব্যবস্থা এক নাজুক পরিস্থিতির শিকার হয়। বাংলাদেশের সৃষ্টি থেকে এ পর্যন্ত গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম হয়েছে প্রচুর। পাকিস্তান সংবিধানের আওতায় নির্বাচিত ব্যক্তিরা বাংলাদেশ শাসন করেছে দীর্ঘকাল, তারাই গঠনতন্ত্ররচনা করেছে। দলীয় গণতন্ত্রের ছদ্মাবরনে চলে সামন্ততান্ত্রিক নিস্পেষন আর গণতন্ত্রের ব্যবচ্ছেদ। পাশাপাশি বিপ্লবী রাজনীতির নামে চলেছে মেধাবী একাধিক জেনারেশন ধ্বংসের খেলা। এরপর সামরিকতন্ত্র দেশকে নিয়ে গেছে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দিকে। পরবর্তীতে স্থিতিশীল সামরিক সরকার গণতন্ত্রের লেবাসে জনগনের অধিকার দানের কসরৎ চালালেও অন্য সামরিক চক্রান্তকারীদের কারনে দেশ আবারো দীর্ঘ স্বৈরতন্ত্রে নিপতিত হয়। অবশেষে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের কাছে মাথা নত করে স্বৈরতন্ত্র। কিন্তু মানবাধিকার আর মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা গণতন্ত্রে উত্তরণকালেও জনগণের কাছে ডুমুরের ফুল হয়েই থাকে। গণতন্ত্রে উত্তরনের পরে ১৯৯৮ সালের এ পর্যন্ত দু'টো সরকার ক্ষমতায় বসেও গনতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার পরাজিত হচ্ছে উপনিবেশিক ধাঁচের আমলাতন্ত্রের কাছে, রাজনৈতিক সামন্তবাদীদের কাছে, কালো টাকার মালিক ও চোরাচালানীদের কাছে এবং পোশাকধারী জনগণের সেবক নামধারীদের কাছে। এদের দ্বারা নিস্পেষিত হচ্ছে ট্যাক্সদাতা দেশের জনগণ। দেশে উদার গণতান্ত্রিক রাজনীতি বা রাজনৈতিক দল না থাকাই এর অন্যতম কারন।

ফলে লংঘিত হচ্ছে মানবাধিকার, পদদলিত হচ্ছে মৌলিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, ব্যহত হচ্ছে বাংলাদেশের উন্নয়ন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এখন ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতায় আরোহনের জন্য অপেক্ষমান দলগুলোর কর্তাব্যক্তিদের গোপন সমর্থনপুষ্ট মাফিয়াদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যে কারনে দেশে দুর্নীতি, বেকারত্ব, মানবাধিকার লংঘন, নারী ও শিশু নির্যাতন মাত্রাতিরিক্ত এবং বিশ্ব রেকর্ডের পর্যায় পর্যন্ত পৌছেছে। দেশের প্রতিরক্ষা ও পররাস্ট্রনীতি পুরোপুরি অন্যের অঙ্গুলী হেলনে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আইনের শাসন এ এক স্বপ্নে দেখা অমূল্য ধনে পরিনত হয়েছে। বিচার ব্যবস্থা সমালোচনার উর্ধে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে। শিল্প কারখানা বিরাষ্ট্রীকরনের নামে সেগুলোকে অচল করে দেয়ার জন্য দালাল এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটেরাদের হাতে তুলে দিয়ে অর্থনীতিকে জিম্মি করে ফেলা হচ্ছে।মুক্তবাজার অর্থনীতির সুযোগে অসৎ

রাস্ট্রযন্ত্র কর্তৃক কালোবাজারীদের সার্বিক সুবিধা প্রদান করে প্রকৃত ব্যবসায়ীদের ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে।স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশে গণতন্ত্রের দৈন্যনশা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এমনকি গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের সবচেয়ে বড় মাধ্যম ভোটাধিকার প্রয়োগে চলছে অনিয়ম।যে পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের কসরৎ চালানো ও বুলি আওড়ানো হচ্ছে এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগনের উপর সংখ্যালঘিস্ট জনগণের শাসন চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। কোন দলই শতকরা ৫০ ভাগের উপর ভোট পেয়ে দেশ শাসনের ম্যান্ডট পাচ্ছে না।

এমতাবস্থায়, প্রকৃত গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিদালিত করতে উদারনৈতিক রাজনৈতিক চর্চার মাধ্যমে সংখাগরিষ্ঠ জনগনের শাসন প্রতিষ্ঠা তথা মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশে একটি উদার গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।
'লিবারেল ডেমোক্রেসি' বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ন গনতন্ত্রের এক দর্শন। এ দর্শন একজন মানুষকে সর্বপ্রথম তার ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়ে সচেতন করে এবং তার অধিকার আদায়ের প্রবনতা বাড়িয়ে দেয়। সমাজে ও রাস্ট্রে তার কর্তব্যকে নির্ধারন করে দেয়।

কিন্তু সমাজ ও রাস্ট্রে সবচেয়ে বিষফোঁড়া ব্যুরোক্রেসী বা আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রন করা না গেলে গণতন্ত্রের বিকাশ কোনক্রমেই সম্ভব নয়। লিবারেল দর্শনে ব্যক্তি স্বাধীনতার পাশাপাশি মত প্রকাশের অধিকার, নারী পুরুষের সম অধিকার, বাজার অর্থনীতি, ধর্মীয় স্বাধীনতা, তথ্যের অবাধ প্রবাহ, পরমতসহিষ্ণুতা ও মানবাধিকার সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য নেয়া হয়েছে। উদার গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসনের গুরূত্ব সর্বোচ্চ।

১৯৯৭ সালের ১২ই জুন উদার গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ার লক্ষ্য নিয়েই গনতান্ত্রিক সর্বহারা পার্টি'র চেয়ারম্যান জননেতা শেখ মহিউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ''লিবারেল ফ্রন্ট বাংলাদেশ'' নামে একটি রাজনৈতিক জোট। জোটের অন্য সদস্য দল হলো জনাব আফজালুল হক সিকদারের নেতৃত্বাধীন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ এবং গনঅধিকার ফ্রন্ট। এই জোটই হলো একটি লিবারেল পার্টি গঠনের প্রাথমিক স্তর।

দীর্ঘ অনুশীলনের প্রক্ষিতে অবশেষে আমরা, উদার গনতান্ত্রিক আন্দোলনের দ্বারা একটি প্রকৃত কল্যান রাস্ট্র গঠনের প্রত্যয়ে জোট''লিবারেল ফ্রন্ট বাংলাদেশ'' এর সকল দল বিলুপ্ত করে ''লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ'' গঠন করে এর অগ্রযাত্রা ঘোষণা করছি। সেই সাথে দক্ষিন এশিয়ার সামাজিক মূল্যবোধের আলোকে লিবারেল ইন্টরন্যাশনালের প্রতি একাত্নতা প্রকাশ করছি।

মানবতার বিজয় সুনিশ্চিত ১০ আগস্ট ১৯৯৮ ।

লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ

কার্যবিধি’-২০১০

১। জাতীয় নির্বাহী কমিটি/কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি:

১. পার্টির সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিচালনা এবং নেতৃত্ব গড়ে তুলবে। পার্টির অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটির দ্বারা জাতীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকান্ড পরিচালিত হবে।

২. কেবিনেটের নীতিমালা এবং গঠনতন্ত্র/সংবিধান ও কার্যবিধি মোতাবেক সবাই উর্ধতনের নির্দেশ মোতাবেক দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. প্রেসিডেন্ট এর নামে কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির কর্মকান্ড পরিচালিত এবং প্রশাসনিক আদেশ জারী হবে। ফাইলে যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে কেবলমাত্র মহাসচিব বা জাতীয় পরিচালক বা অনুমোদিত কেউ স্বাক্ষর করবেন।

৪. যেকোন শাখা কমিটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন বিধি মোতাবেক প্রেসিডেন্ট বা দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ব।

৫. ১২০ দিন সাময়িক অনুমোদন প্রদান করতে পারবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট, মহাসচিব, যুগ্ন মহাসচিব, সাংগঠনিক সম্পাদক এবং সম্পাদকগন।

৬. প্রশাসনিক কার্যক্রম এর জন্য জাতীয় পরিচালকের অধীনে পার্টির প্রশাসনিক শাখার সহযোগিতা নেবে সবাই।

৭.যে কোন অসদাচরনের জন্য কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি স্ব-কমিটির এবং যে কোন শাখা নেতৃত্ব যে কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

৮.মহাসচিবের সাথে পরামর্শ করে প্রেসিডেন্ট জাতীয় নির্বাহীদের দায়িত্ব বন্টন করবেন। এটি নির্দেশনামূলক, বাধ্যতামূলক নয়।

৯. প্রেসিডেন্ট বা দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্বের সিদ্ধান্তক্রমে মহাসচিব কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি বা জাতীয় নির্বাহী কমিটির সকল সভা আহবান করবেন। মহাসচিবের অনুমোদন সাপেক্ষে জাতীয় পরিচালক/দপ্তর সম্পাদক/প্রোগ্রাম অফিসার নোটিশ জারী করবেন।

১০.সকল রাজনৈতিক কর্মসূচী কেবিনেটের নীতিমালার আলোকে ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক প্রনীত ও বাস্তবায়িত হবে।

১১.জাতীয় নির্বাহী কমিটির সকল কর্মকান্ড ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তে পরিচালিত হবে।

১২.জাতীয় কোন ইস্যুর বা দলীয় কোন গুরুতর সিদ্ধান্তের প্রয়োজনে বা গঠনতন্ত্রের কোন আশু সংশোধনীর জন্য জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভা যা বর্ধিত সভার নামে অনুষ্ঠিত হবে। প্রেসিডেন্ট এর অনুমোদন সাপেক্ষে মহাসচিব এই সভার আয়োজন করবে।

১৩.পার্টির বাজেট প্রনয়ন করবে ওয়ার্কিং কমিটি।

২। প্রেসিডেন্ট এর কেবিনেট/স্থায়ী কমিটি :

১. প্রেসিডেন্ট এর অনুমোদন সাপেক্ষে রাজনৈতিক সচিব/জাতীয় পরিচালক কেবিনেট/স্থায়ী কমিটির সভা আহবান করবেন।

২. প্রেসিডেন্ট কেবিনেট/ স্থায়ী কমিটি সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত কেবিনেট সদস্যদের প্রস্তাবে কোন সদস্য স্থায়ী কমিটি/কেবিনেট সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

৩. প্রেসিডেন্ট এর পক্ষে কেবিনেটের প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রেসিডেন্ট এর সচিবালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

৪.কেবিনেট যে কোন সময় যুক্তি সঙ্গত কারনে যেকোন কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করতে পারবে।যে কোন নেতা কর্মীর অসদাচরনের জন্য বা অসাংগঠনিক ও অগঠনতান্ত্রিক কার্যকলাপের জন্য যে কাউকে অব্যাহতি দিতে পারবে। সকল দাপ্তরিক আদেশ প্রেসিডেন্ট এর নামে জারী হবে।

৫. ফাইলে যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে প্রেসিডেন্ট এর পক্ষে কেবলমাত্র প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক সচিব, অথবা জাতীয় পরিচালক ''প্রেসিডেন্টের নির্দেশক্রমে''-উল্লেখ পূর্বক জারী করা আদেশের নীচে স্বাক্ষর করতে পারবেন।

৬. কোন বিষয়ে আলোচনা অন্তর্ভূক্ত করতে হলে পূর্বাহ্নেই লিখিত ভাবে প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে জমা দিতে হবে। প্রেসিডেন্টের সচিবালয় ''কেবিনেট সচিবালয়'' হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭. কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির কোন গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জাতীয় নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য কেবিনেটে বিষয়টি পূন:মূল্যায়নের জন্য লিখিত জানাতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কেবিনেটের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

৮. কেবিনেট পার্টির বৃহত্তর স্বার্থে নতুন কোন পদ সৃস্টি করতে পারবে এবং প্রেসিডেন্ট সেই পদে কাউকে নিয়োগ প্রদান করতে পারবেন। পরবর্তী কংগ্রেসে তা অনুমোদনের পর ঐ পদটি গঠনতন্ত্র/সংবিধানের অর্ন্তূক্ত হবে।

৯. কেবিনেট শুধুমাত্র নীতি নির্ধারনী সিদ্ধান্ত নিবে। কোন নির্বাহী কার্যক্রম চালাবে না।

১০.প্রেসিডেন্ট এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যের অসম্মতি থাকলে লিখিত ভাবে জানাতে হবে। পরবর্তী কেবিনেট সভায় তা আলোচনার এজেন্ডাভূক্ত হবে। কোন আদেশ এর বিরুদ্ধে দুই তৃতীয়াংশ কেবিনেট সদস্য লিখিত প্রদান করলে প্রেসিডেন্ট তা সাময়িক স্থগিত করে পূন:বিবেচনা করবেন বা কেবিনেট সভা আহবান করে আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত নেবেন।

১১.কংগ্রেসের কমপক্ষে ৩ মাস পূর্বে কেবিনেট কংগ্রেস চেয়ারম্যান এবং নির্বাচন কমিশন নিয়োগ প্রদান করবে। কংগ্রেস ও নির্বাচন কমিশনের তৎপরতার গাইড লাইন কেবিনেট কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৩। কংগ্রেস / জাতীয় কনভেনশন :

১. কমপক্ষে ৩০দিন পূর্বে ডেলিগেট নির্বাচন সম্পন্ন করবে কংগ্রেস/জাতীয় কনভেনশন কমিটি।এর কপি দিতে হবে নির্বাচন কমিশনে।

২. পার্টির কংগ্রেস/ কনভেনশনের জন্য গঠিত নির্বাচন কমিশন হবে স্বাধীন, তাদের যে কোন চাহিদা সংশ্লিস্ট নেতৃত্ব বা কমিটি পূরন করতে বাধ্য হবে।

৩. কংগ্রেস / জাতীয় কনভেনশন এর উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন কংগ্রেস /জাতীয় কনভেনশন কমিটি চেয়ারম্যান ।

৪. কংগ্রেস /জাতীয় কনভেনশন উদ্বোধন করবেন প্রেসিডেন্ট বা তার অবর্তমানে উর্ধতন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ব।

৫. মহাসচিব প্রধান বক্তা হবেন। অতিথি বক্তাগন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখবেন।

৬. রূদ্ধদ্বার দ্বিতীয় অধিবেশনে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করবেন মহাসচিব। অর্থনৈতিক রিপোর্ট পেশ করবেন ট্রেজারার।

৭. দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন কংগ্রেস/জাতীয় কনভেনশন কমিটি চেয়ারম্যান। প্রধান অতিথি থাকবেন প্রেসিডেন্ট বা দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ব।

৮. রেজুলেশন সমূহ এই ২য় অধিবেশনে গৃহীত হবে।

৯. ৩য় অধিবেশন হবে নির্বাচনী অধিবেশন। এ অধিবেশন পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের ইচ্ছায় অনুষ্ঠিত হবে। মঞ্চে নির্বাচন কমিশন ছাড়া কেউ উপবেশন করতে পারবেন না।

১০.নির্বাচন কমিশন সম্মেলন/কংগ্রেস এর পূর্বেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তফসিল ঘোষনা করতে পারবেন। এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র আহবান করবেন ও যাচাই বছাই করবেন।

১১.নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সম্ভব হলে মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষের নাম বা মনোনীত কেবিনেট সদস্যদের নাম ঘোষনা করবেন। অধিকাংশ কমিটি কাউকে প্রত্যাখ্যান করলে তার নাম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট প্রত্যাহার করে নেবেন এবং অন্য নাম প্রস্তাব করবেন।

১২.চূড়ান্ত তথা সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন বিদায়ী প্রেসিডেন্ট বা কংগ্রেস চেয়ারম্যান বা কোন সিনিয়র সদস্য। প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং নির্বাচিত জাতীয় নির্বাহীদের নাম ঘোষনা করবেন।

১৩.কংগ্রেস চেয়ারম্যান বা নির্বাচন কমিশন মনোনীত কোন সদস্য নির্বাচিতদের শপথ পাঠ করাবেন।

১৪.অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে সভাপতিত্ব করার জন্য চেয়ার তথা দায়িত্ব হস্তান্তর করতে পারবেন।

১৫.সমাপনী বক্তব্য চলার মধ্যে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, অন্যান্যদের সাথে আলোচনা করে কমিটির অন্যান্যদের নাম ঘোষনা করবেন অথবা পরবর্তীতে ঘোষনা করবেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের শপথ পাঠ করাবেন প্রেসিডেন্ট বা দায়িত্ব প্রাপ্ত কোন কেবিনেট সদস্য।

১৬.কংগ্রেস / জাতীয় কনভেনশন কমিটি চেয়ারম্যান সমাপনী বক্তব্য রাখবেন।

১৭.কংগ্রেস/সম্মেলনের পূর্বে জাতীয় নির্বাহী কমিটি বিলুপ্ত করা হলে কংগ্রেস কমিটি পার্টি পরিচালনার সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হবেন। তবে কমিটি বিলুপ্তি হলেও পার্টি প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব পরবর্তী প্রেসিডেন্টের কাছে হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে। তাই কংগ্রেস কমিটি বিলুপ্ত কমিটির প্রেসিডেন্টের তত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

৪। প্রশাসনিক বিভাগঃ

১. প্রেসিডেন্ট, ভারপ্রাপ্ত/নির্বাহী প্রেসিডেন্ট (যদি থাকে), ভাইস-প্রেসিডেন্ট, মহাসচিব, ট্রেজারার, রাজনৈতিক সচিব, যুগ্ম মহাসচিব, সাংগঠনিক সম্পাদক, জাতীয় পরিচালক, যুগ্ম/সহকারী জাতীয় পরিচালক/বিভাগীয় পরিচালক ও প্রোগ্রাম অফিসার এই হলো প্রশাসনিক স্তর।

২. জাতীয় পরিচালকের অধীনে পার্টির প্রশাসনিক বিভাগ পরিচালিত হবে। প্রশাসনিক পদ সমূহ সময়ে সময়ে কেবিনেট কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৩. প্রশাসনিক স্তরের বাইরে কেউই প্রশাসনিক বিভাগকে আদেশ করতে পারবেন না। অন্যরা প্রশাসনিক সহায়তা গ্রহন করতে অনুরোধ করতে পারবেন।

৪. পার্টির সম্পাদক মন্ডলী (সম্পাদকগন) আলাদা বিভাগীয় সাংগঠনিক প্রশাসনিক স্তর হিসেবে বিবেচিত হবেন। সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যগন এক একটি বিভাগীয় দপ্তরের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। পালনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সহায়তা দেবে প্রশাসনিক বিভাগ। প্রোগ্রাম অফিসার এদের প্রশাসনিক স্তর হিসেব কাজ করবেন।

৫. পার্টির সদর দপ্তরের কোন ডকুমেন্ট বা ব্যাংক হিসেবের চেক বহি বা কাগজপত্র কারো ব্যক্তি হেফাজতে থাকতে পারবে না। সব কিছুই প্রশাসনিক বিভাগের হেফাজতে থাকবে।

৬. প্রশাসনিক বিভাগের কর্মীদের নিয়োগ/মনোনয়ন অনুমোদন হবে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক।

৭. প্রশাসনিক বিভাগের অন্যান্য কার্যক্রম কেবিনেট কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৫। শাখা কমিটি সমূহঃ

১. পার্টি'র শাখা কমিটি সমূহ গঠণতন্ত্রমোতাবেক গঠিত ও নির্বাচিত হবে।

২. শাখার পুর্নাঙ্গ কমিটি সম্মলনের মাধ্যমে গঠিত হবে। সম্মেলন আয়োজন করবে বিদায়ী শাখা কমিটি। এই জন্য ২ মাস পূর্বেই সকল আয়োজন করতে হবে। স্থানীয় কংগ্রেস /সম্মেলনে কমপক্ষে একজন কেন্দ্রীয় সদস্য উপস্থিত থাকতে হবে।

৩. সম্মলনের মাধ্যমে শাখার সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হবেন এবং নির্বাচিত এই ২ নেতা অন্যান্য পদে মনোনয়ন দেবেন।

৪. রাজনৈতিক কর্মসূচির বেলায় কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত মেনে চলবে।

৫. অর্থনৈতিক কর্মসূচি এবং আয়-ব্যয়ের হিসেব প্রতিবছর জুন মাসে পার্টি সদর দপ্তরে প্রেরন করতে হবে।

৬। কমিশন ও কেন্দ্রীয় বিভাগীয় দপ্তর সমূহঃ

১. কমিশনগুলো প্রেসিডেন্ট এর কাছে দায়বদ্ধ থাকবে এবং যথারীতি প্রতিবছর প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।

২. কেন্দ্রীয় বিভাগীয় দপ্তর/ডিপার্টমেন্ট সমূহের প্রধান হিসেবে ভাইস-প্রেসিডেন্টগন দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন। সম্পাদকগন ঐ দপ্তরসমূহের নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন।